Sangbad Online
সংবাদ
প্রকাশনার ৬০ বছর
তারিখঃ ৩০/১০/২০২১ (পৃঃ ০৭)

আগাম জাত ব্রি-ধান ৮৭ বিঘায় ফলন ২৬ মণ

বিমান বিহারী দাস, টাঙ্গাইল

করোনার এ সময়ে বন্যা, ঝড়-জলোচ্ছ্বাস, জলাবদ্ধতা দেশের মানুষকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। প্রকৃতির এই বৈরিতায় আক্রান্ত হয়েছে দেশের কৃষি ও কৃষক। এরপরেও কম সময়ে, অধিক ফলন পেতে কম খরচে আগাম জাতের ব্রি ধান-৮৭ চাষ করে সফলতা পেয়েছে টাঙ্গাইলের ধনবাড়ীর কৃষকরা। এই আগাম জাতের ধানের প্রদর্শনী প্লটে সোনালি শীষের দোলায় কৃষকের চোখে নতুন স্বপ্নের ঝিলিক। এই নতুন জাতের ধানে হাসি ফুটিয়েছে কৃষকের মুখে। জানা যায়, ব্রি ধান-৮৭ আগাম জাতের ধানে ভরে গেছে টাঙ্গাইলের ধনবাড়ী উপজেলার মুতজি ইউনিয়নের বিস্তীর্ণ সবুজ মাঠ। প্রদর্শনী প্লটের উদ্যোক্তা কৃষকরা মনে করেন এই জাতের ধান চাষ ছড়িয়ে দিতে পারলে পাল্টে যেতে পারে দেশের কৃষি অর্থনীতি। পাশাপাশি কৃষকের অবস্থারও পরিবর্তন হবে। এ বছর ধনবাড়ী উপজেলায় সাড়ে ৯ হাজার হেক্টর জমিতে আমন ধান চাষ হয়েছে। এর মধ্যে বোরো-পতিত-রোপা আমন, শস্য বিন্যাসে আধুনিক উচ্চ ফলনশীল ব্রিধান ৭৫ এবং ৮৭সহ আগাম জাতের প্রায় সাড়ে ৮ হাজার

টাঙ্গাইল

হেক্টর জমিতে চাষাবাদ করা হয়েছে বলে উপজেলা কৃষি বিভাগ জানিয়েছে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের রাইস ফার্মিং সিস্টেমস বিভাগ বাস্তবায়িত প্রদর্শনী প্লটের ধান বৃহস্পতিবার কর্তন শুরু হয়। কর্তনকৃত এ ধান বিঘা প্রতি কৃষকরা পাচ্ছে ২২ থেকে ২৬ মণ হারে। আগাম জাতের ধান হওয়ায় প্রতি মণ বিক্রি হচ্ছে ৮শত থেকে ৯শত টাকা দরে। অপরদিকে বিঘা প্রতি ধানের খড় বিক্রয় হয়েছে ৫ থেকে ৬ হাজার টাকায়। এতে এ ধান চাষ করে কৃষকরা লাভবান হচ্ছে। মুতজি মধ্যপাড়া গ্রামের প্রদর্শনী কৃষক মিজানুর রহমান শিকদী জানান, ব্রি ধান ৮৭ আবাদ করে একদিকে ভালো ফলন পেয়েছি। অপরদিকে কম সময়ে ধান আসায় দুই ফসলের মাঝখানে সরিষা আবাদ করে লাভবান হওয়া যাবে। এতে করে দুই ফসলি জমি এখন তিন ফসলি জমিতে রূপান্তরিত হয়েছে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের রাইস ফার্মিং সিস্টেমস বিভাগের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. আমিনা খাতুন জানান, ধনবাড়ী উপজেলায় বিদ্যমান বোরো-পতিত-রোপা আমন শস্যবিন্যাসে স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন বারি সরিষা-১৪ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহা-পরিচালক শাহজাহান কবীর জানান, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের রাইস ফার্মিং সিস্টেমস বিভাগ প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে শস্যবিন্যাসের উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষকের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে নিবিড়ভাবে কাজ করে আসছে। এ বিষয়ে কৃষিমন্ত্রী ও স্থানীয় সংসদ সদস্য ড. আব্দুর রাজ্জাক বলেন, ধান গবেষণার উচ্চ ফলনশীল ব্রিধান ৭৫ ও ৮৭ আবাদ দেখে আমার বুক ভরে গেছে।

টাঙ্গাইল : মুতজি গ্রামে আগাম জাতের ধানের মাঠে কৃষক-কর্তারা -সংবাদ

নীতির প্রশ্নে আপোসহীন
দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখঃ ৩০/১০/২০২১ (পৃঃ ১১)

টাঙ্গাইল : উচ্চ ফলনশীল ব্রি ৮৭ ধান কাটা শুরু -জনকণ্ঠ

ব্রি ৮৭ ধান চাষে সফলতা

ধনবাড়ীতে কৃষকের মুখে হাসি

নিজস্ব সংবাদদাতা, টাঙ্গাইল ॥ করোনার এই সময়ে বন্যা, ঝড়-জলোচ্ছ্বাস, জলাবদ্ধতা দেশের মানুষকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। প্রকৃতির এই বৈরিতায় আক্রান্ত হয়েছে দেশের কৃষি ও কৃষক। এরপরেও কম সময়ে, অধিক ফলন পেতে কম খরচে আগাম জাতের ব্রি ধান-৮৭ চাষ করে সফলতা পেয়েছে ধনবাড়ীর কৃষকরা। এই আগাম জাতের ধানের প্রদর্শনী প্লটে সোনালি শীষের দোলায় কৃষকের চোখে নতুন স্বপ্নের ঝিলিক। এই নতুন জাতের ধানে হাসি ফুটিয়েছে কৃষকের মুখে।

জানা যায়, ব্রি ধান-৮৭ আগাম জাতের ধানে ভরে গেছে ধনবাড়ী উপজেলার মুশুদ্দি ইউনিয়নের বিস্তীর্ণ সবুজ মাঠ। প্রদর্শনী প্লটের উদ্যোক্তা কৃষকরা মনে করেন এই জাতের ধান চাষ ছড়িয়ে দিতে পারলে পাল্টে যেতে পারে দেশের কৃষি অর্থনীতি। পাশাপাশি কৃষকের অবস্থারও পরিবর্তন হবে। এ বছর ধনবাড়ী উপজেলায় সাড়ে ৯ হাজার হেক্টর জমিতে আমন ধান চাষ হয়েছে। এর মধ্যে বোরো-পতিত-রোপা আমন, শস্য বিন্যাসে আধুনিক উচ্চ ফলনশীল ব্রি ধান ৭৫ এবং ৮৭সহ আগাম জাতের প্রায় সাড়ে ৮ হাজার হেক্টর জমিতে চাষাবাদ করা হয়েছে বলে উপজেলা কৃষি বিভাগ জানিয়েছে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের রাইস ফার্মিং সিস্টেমস বিভাগ বাস্তবায়িত প্রদর্শনী প্লটের ধান বৃহস্পতিবার কর্তন শুরু হয়। কর্তনকৃত এ ধান বিঘাপ্রতি কৃষকরা পাচ্ছে ২২-২৬ মণ হারে। আগাম জাতের ধান হওয়ায় প্রতি মণ বিক্রি হচ্ছে ৮শ'-৯শ' টাকা দরে। অপরদিকে বিঘাপ্রতি ধানের খড় বিক্রি হয়েছে ৫-৬ হাজার টাকায়। এতে এ ধান চাষ করে কৃষকরা লাভবান হচ্ছে। মুশুদ্দি মধ্যপাড়া গ্রামের প্রদর্শনী কৃষক মিজানুর রহমান শিবলী জানান, ব্রি ধান ৮৭ আবাদ করে একদিকে ভাল ফলন পেয়েছি। অপরদিকে কম সময়ে ধান আসায় দুই ফসলের মাঝখানে সরিষা আবাদ করে লাভবান হওয়া যাবে। এতে করে দুই ফসলি জমি এখন তিন ফসলি জমিতে রূপান্তরিত হয়েছে। মুশুদ্দি ব্লকের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা ফরিদ আহমেদ জানান, রোপা আমন-বোরো এই দুই ফসলের মধ্যবর্তী সময়ে দ্রুত জমি প্রস্তুত করে উচ্চ ফলনশীল স্বল্পমেয়াদী বারি সরিষা-১৪ চাষ করা যায়। এতে সঠিক শস্য পর্যায় অবলম্বন করে দুই ফসলি জমিকে তিন ফসলে রূপান্তরিত করে মুশুদ্দি এলাকায় শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধির মাধ্যমে টেকসই কৃষি ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করণে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের রাইস ফার্মিং সিস্টেমস বিভাগের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. আমিনা খাতুন জানান, ধনবাড়ীতে বোরো-পতিত-রোপা আমন, শস্যবিন্যাস প্রায় সাড়ে ৮ হাজার হেক্টর জমিতে চাষাবাদ করা হয়েছে। এ শস্যবিন্যাসের উন্নয়নের জন্য প্রথমত বোরো এবং রোপা আমন ধানের মধ্যবর্তী সময়ে সরিষা চাষ করে কৃষক লাভবান হতে পারে।

এ বিষয়ে কৃষিমন্ত্রী ও স্থানীয় সংসদ সদস্য ড. আব্দুর রাজ্জাক বলেন, বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকার কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় আমারা যদি সরিষা-বোরো-রোপা আমন উন্নত শস্যবিন্যাস পদ্ধতি অনুসরণ করি তাহলে প্রচলিত শস্যবিন্যাসের তুলনায় উৎপাদনশীলতা প্রায় ৫৬ ভাগ বৃদ্ধি পাবে। এতে করে আমন এবং বোরো উভয় মৌসুমে ধানের ফলন বাড়বে এবং কৃষক লাভবান হবে।

Sangbad Online
সংবাদ
প্রকাশনার ৬০ বছর

তারিখঃ ২৯/১০/২০২১ (পৃঃ ০৮)

4

কটিয়াদী (কিশোরগঞ্জ) : *ধান কেটে বাড়ি ফিরছেন হাস্যোজ্জ্বল কৃষক আলম –সংবাদ*

আগাম আমনের বাম্পার ফলন : খুশি কৃষক

প্রতিনিধি, কটিয়াদী (কিশোরগঞ্জ)

কিশোরগঞ্জের কটিয়াদীতে চলতি মৌসুমে আগাম জাতের আমন ধানের বাম্পার ফলন হয়েছে। এরই মধ্যে বেশকিছু এলাকায় ধান কাটা শুরু হয়েছে। স্থানীয় বাজারে ধানের দামও ভালো রয়েছে। এতে করে কৃষকদের মুখে হাসি ফুটেছে। পাশাপাশি এই ধান চাষে অন্য কৃষকদের মাঝেও আগ্রহ দেখা দিয়েছে।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, উপজেলায় এবার ১২ হাজার ৮৫০ হেক্টর জমিতে আমন ধানের চাষ হয়েছে, যার মধ্যে আগাম জাতের আমন চাষ হয়েছে ৪ হাজার হেক্টর জমিতে। এ ধরনের জাতের মধ্যে রয়েছে ব্রিধান-৭১, ব্রিধান-৭২, ব্রিধান-৭৪, ব্রিধান-৮৭, বিনা-৭ ও ১৬ জাতের ধান। এ বছর উপজেলায় আগাম জাতের পাশাপাশি স্থানীয় জাতের আমন ধানের ফলনও বেশ ভালো হয়েছে। ফলে আমনের বাম্পার ফলন হবে বলে আশা করছে উপজেলা কৃষি অফিস।

গত বুধবার উপজেলার আচমিতা ইউনিয়নের গাংকুলপাড়া প্রদর্শনী মাঠে ব্রিধান-৭১ জাতের আমন কাটা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মুকশেদুল

কটিয়াদী

হক, উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা মোহাম্মদ বরকত উল্লাহ পাঠানসহ স্থানীয় কৃষকরা।

এ বছর ৫০ শতাংশ জমিতে ব্রিধান-৭১ জাতের আমন ধানের চাষ করেছেন কৃষক সামসুল আলম। তিনি জানান, এ ধানের রোগবালাই খুব কম। ফলন প্রত্যাশার চেয়ে ভালো হয়েছে। বাম্পার ফলনের খবরে প্রতিদিনই আশেপাশের বিভিন্ন এলাকার কৃষকরা দেখতে আসছেন নতুন জাতের ধান।

আগামীতে এই ধান চাষে আগ্রহী উপজেলার ভাঙ্গনিয়া গ্রামের কৃষক গিয়াস উদ্দিন বলেন, এমন সুন্দর চিকন ধান দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। আমি আগামী বছর জমিতে আগাম জাতের আমন ধান চাষ করার পরিকল্পনা নিয়েছি।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মুকশেদুল হক বলেন, আমন মৌসুমে কম সময়ে অধিক ফলন হয় এমন জাতের ধানের আবাদ বৃদ্ধির জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি। সে লক্ষ্যে উপজেলায় আমনের নতুন জাতগুলোর ৪০টি প্রদর্শনী দেয়া হয়েছে। ফলনও হয়েছে বাম্পার। আগাম জাতের আমন ধান কেটে কৃষক সেই জমিতে বোরো চাষের আগে আলু, সরিষাসহ রবিশস্য চাষ করতে পারবেন। এই ধান চাষ করে কৃষকরা লাভবান হবেন।